দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 JAN 1996 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪.....

বিএম কলেজ ছাত্রাবাসের মালিকানা নিয়ে সংঘর্ষ গুলি অগ্নিসংযোগ পুলিশসহ আহত ৬০

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল । সরকারী বিএম কলেজের ছাত্রদের সাথে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর লোকজন ও প্রতিবেশীদের ব্যাপক সংঘর্ষ, গুলিবর্ষণ, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার সকালের সংঘর্ষ ঠেকাতে পুলিশ ১২ রাউন্ড টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনায় ৫ জন পুলিশসহ কমপক্ষে ৬০ জন আহত হয়েছে। ঐ কলেজের সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রাবাসের ছাত্রদের সঙ্গে মামলার বিবাদী পক্ষের সংঘর্ষ ঘটে। গত ডিসেম্বরে হাই কোর্ট দু'পক্ষকেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। ছাত্রদের অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ অমান্য করে ব্যবসায়ী হায়দার আলীর লোকজন বিবদমান

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

বিএম কলেজ

(প্রথম পাতার পর)

এলাকায় কয়েকটি ঘর তুলেছে। সোমবার রাতে ঐ পক্ষের লোকজন ছাত্রদের হোস্টেল ত্যাগের হুমকি দেয়। মঙ্গলবার সকালে হায়দার আলীর লোকজন ছাত্রবাসের ১২টি কক্ষ ভাংচুর করে এবং অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালায়।

কলেজের শত শত ছাত্র এ ঘটনা শোনার পর বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ছাত্রাবাস এলাকায় প্রবেশের সাথে সাথে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় ছাত্ররা বিবদমান এলাকায় ৩টি ঘর পুড়িয়ে দেয়। হায়দার আলীর বাড়ির ভিতর থেকে দু'রাউন্ড গুলিবর্ষণ করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় বলে জানা গেছে। ছাত্ররা হায়দার আলীর বাড়ির ভিতর ঢুকে তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তছনছ ও ৪টি ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। এ ঘটনার পর হাসপাতাল রোড, নতুন বাজার এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। দু'গ্রুপের ধাওয়াপাল্টাধাওয়া ও মুখোমুখি সংঘর্ষ ঠেকাতে পুলিশ দফায় দফায় টিয়ারগ্যাস সেল নিক্ষেপ ও বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। দু'পক্ষের ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও পুলিশের লাঠিচার্জে ৫ পুলিশসহ কমপক্ষে ৬০ জন আহত হয়। পরবর্তীতে ছাত্ররা কলেজ রোডের মুখে অবস্থান নেয়। ছাত্রদের অভিযোগ, পুলিশ ছাত্রদের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। বিপক্ষের লোকজনদের কিছু বলেনি ।

পরবর্তীতে ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে সদর রোডে যায়। টাউন হলের সামনে সংক্ষিপ্ত ছাত্র সমাবেশে নেতৃবৃন্দ হায়দার আলীর লোকজনের শাস্তির দাবিতে বুধবার হরতালের ডাক দিয়েছেন। তাদের গ্রেফতার করা না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে বলেও হুমকি দেয়া হয়।